তারিখ 10 JUN 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পুষ্টি সহায়তা

প্রাথমিক শিক্ষা

ড. এম জি নিয়োগী ও মিজানুর রহমান খান

লেখকদ্বয় যথাক্রমে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) এবং উপ-পরিচালক, পিইপি

এ দেশের শিশুদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আর অপুষ্টি। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) একটি জরিপ অনুযায়ী স্কুল-বয়সী শিশুদের এক-পঞ্চমাংশ শিশু স্কুলে যায় না। শতকরা ৯৩ শতাংশ শিশু নিয়মিত অপুষ্টিতে ভুগে থাকে। এই শিশুরা পড়াশোনায় অমনোযোগী হয় এবং ক্লাসে নিয়মিতভাবে উপস্থিত হতে পারে না। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যে এরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত অনেক শিশুই সকালে কিছু না খেয়ে স্কুলে যায়। গরিব পরিবারগুলো তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা তথা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে থাকে। তারা যখন এই শিশুদের নিয়মিতভাবে ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্কুলে পাঠায়, তখন স্বাভাবিক কারণেই তারা শ্রেণীকক্ষে মনোযোগী হতে পারে না এবং কিছুদিন পর তারা স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। পরিণামে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার দেশের সব শিশুর নিরক্ষরতা দূর করতে এবং তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ৮০ হাজারেরও বেশি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি বৃহত্তম শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের দৃঢ় অঙ্গীকার, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে দেশে স্কুলগামী বয়সী শিশুর সংখ্যা এক কোটি ৬০ লাখেরও বেশি। বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হলো প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং দ্বিতীয় ভাগ হলো তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী। সীমিত সম্পদ এবং কেজি শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য এ গুরুত্বপূর্ণ অংশকে সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যা কিনা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। শহরের শিশুদের তুলনায় গ্রামীণ শিশুরা আরও বেশি সুবিধাবঞ্চিত; বিশেষ করে গরিব পরিবারের শিশুরা শহরের শিশুদের তুলনায় গড়ে কম সময় পড়ার সুযোগ পায়। একটি শিশুর মানসিক বিকাশ ও সক্ষমতা তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই সময়টুকু ভালোভাবে আয়ত্ত করার এটি মোক্ষম সময়। কিন্তু গরিব পরিবারের শিশুরা এই সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। কারণ, এসব শিশু প্রায়ই তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ করে থাকে অথবা অন্য কোনো শ্রমনির্ভর কাজে ব্যস্ত থাকে।

এই অবস্থা থেকে স্থায়ীভাবে উত্তরণের জন্য এনজিও আইআইআরডি (বর্তমানে পিইপি) একটি পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা উপাদানের উন্নয়ন করছে। এর অংশ হিসেবে যুক্ত হয়েছে স্কুলে টিফিন কার্যক্রম। আর এই স্কুল টিফিন কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের অপুষ্টির ঘাটতি হ্রাস করে শেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এতে করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা দরিদ্র পরিবারগুলোর ঘনত্ব বিবেচনা করে তাদের কাছাকাছি সম্ভাব্য স্থানে এককক্ষবিশিষ্ট স্কুলের জন্য অবস্থান চিহ্নিত করেন। চিহ্নিত গ্রামে পরিবারগুলোর সঙ্গে সভায় শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এলাকাবাসী তাদের বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাতে সম্মত হলে এনজিওটি তাদেরকে পড়াশোনা শেখানোর দায়িত্ব নেবে।

শিক্ষা প্রদানের এসব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এনজিও এবং এলাকাবাসীর মধ্যে একটি অংশীদারিত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য উভয় পক্ষের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুরা দুই বছরের এ শিক্ষা কর্মসূচি থেকে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পেয়ে থাকে। এর জন্য এলাকাবাসী স্কুল ঘরটি ভাড়া বা নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। স্কুল পরিচালনা প্রভাবিত হতে পারে এ রূপ যে কোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানে এলাকাবাসী দায়িত্ব নেন। আট সদস্যবিশিষ্ট স্কুল পরিচালনা কমিটি সপ্তাহে একবার আর সব অভিভাবক মাসে একবার সভা করেন এবং নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে নেন। সংশ্লিষ্ট এনজিও স্কুল পরিচালনা কমিটি ও অভিভাবকদের জন্য মাসিক সভার আয়োজন করে।

সংস্থাটি স্কুল ঘরের ভাড়া বা তৈরির জন্য দরিদ্র পরিবারদের অবস্থা বিবেচনা করে সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচ বহন করে এবং প্রকৃত শিক্ষার্থী নির্বাচন করে। তাছাড়া সংস্থাটি এলাকার একজন শিক্ষিত নারীকে শিক্ষিকা হিসেবে নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বছরের শুরুতেই সব স্কুলের বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ সংস্থা থেকে প্রদান করা হয়। যেহেতু আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা বিশেষভাবে অবহেলিত, তাই প্রত্যেক শ্রেণীতে ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কমপক্ষে ৬০ ভাগ মেয়েশিশুদের তালিকাভুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে জোরদার তদারকি অব্যাহত রাখে, যেন দ্বিতীয় শ্রেণী সমাপ্ত করে ছাত্রছাত্রীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং সেখানে কমপক্ষে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালিয়ে যায়। ১৯৯১ সালে প্রথম এই কর্মসূচি ২৬ জন শিশু নিয়ে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (Child Development Center-CDC) শুরু হয়। ২০০২ সালের মধ্যে এর ছয়টি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৩৭৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং ১১ হাজার ছাত্রছাত্রী অন্তর্ভুক্ত হয়। এক জরিপের মাধ্যমে জানা যায়, প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার প্রদান ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে। তাই স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে পুষ্টিকর টিফিন প্রদানের এ সাধারণ মডেলটি ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে অন্তর্ভুক্তি ও ক্লাসে তাদের নিয়মিত উপস্থিতি বাড়াতে এবং সফলভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে ভূমিকা রাখছে। স্কুলে পুষ্টিকর টিফিন প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের সুস্বাস্থ্য অর্জন এবং শিক্ষণে বাড়তি সহায়তা পেতে সাহায্য করে।

এই কার্যক্রম বাচ্চাদের স্কুলে শতভাগ অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের মানসম্মত টেকসই শিক্ষা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখছে। এটি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় একটি সফল কর্মসূচি। স্কুল টিফিন এখন একটি স্নপ্রিয় কর্মকাণ্ড, যার চাহিদা স্থানীয় এলাকা থেকে দারিদ্র্যপীড়িত এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেসব স্থানে স্কুল টিফিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে, সেসব স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি, অধিক উপস্থিতি এবং এর সফল সমাপ্তির হার ব্যাপকভাবে উন্নতি লাভ করেছে। স্কুলে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে পুষ্টি প্রদান প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের একটি গ্রহণযোগ্য এবং প্রমাণিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা সুবিধা গ্রহণকারী, তাদের পিতা-মাতা, পরিবার ও নীতিনির্ধারকদের দ্বারা প্রশংসিত হচ্ছে। স্কুলে যে খাবার প্রদান হয়, তা স্বল্পমেয়াদে ক্ষুধা নির্মূলে কাজ করছে এবং এমন একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করছে, যেখানে শিশুরা ক্লাসে মনোযোগের সঙ্গে শিখতে পারছে। এছাড়াও স্কুল টিফিন কার্যক্রম জনসচেতনতা তৈরি এবং পুরুষ ও নারী উভয় শিশুদের ওপর বিনিয়োগ চাহিদা তৈরি করছে। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ– এ বিষয়টি সমাজকে স্বীকার করতে এই কার্যক্রম সহায়তা করছে।

> প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার প্রদান ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে। তাই স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে পুষ্টিকর টিফিন প্রদানের এ সাধারণ মডেলটি ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে অন্তর্ভুক্তি ও ক্লাসে তাদের নিয়মিত উপস্থিতি বাড়াতে এবং সফলভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে ভূমিকা রাখছে। স্কুলে পুষ্টিকর টিফিন প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের সুস্বাস্থ্য অর্জন এবং শিক্ষণে বাড়তি সহায়তা পেতে সাহায্য করে